হইতেন। বর্ষীয়সী মা এখনও বিদ্যমানা। তিনি বুঝাইলেন, Prime minister অর্থাৎ পত্নী সুপরামর্শ দিলেন, পাড়ার লোক পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু পতিত আর চাকরীর চেষ্টা করিল না। দুর্গা আছেন বলিয়া পতিত "ঝুলে পড়্‌ল," অর্থাৎ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল। কাল কি খাইব, লেণ্ডি-গেণ্ডিরা কি খাইবে, না ভাবিয়া সে বক্‌সিসের টাকা হইতে ষ্টেথেস্‌কোপ ও একখানা ল্যান্‌সেট্‌ কিনিয়া ফেলিল; ধোপদস্ত মোটা কাপড়,চাদর,পিরাণ পরিয়া, পায়ে গরাণহাটার জুতা, মাথায় পেনের বাড়ীর ছাতা, পতিত প্র্যাক্‌টিসে বাহির হইল। ডাকুক না ডাকুক, জানিত লোকের বাড়ী রোগ হইয়াছে শুনিলেই পতিত সেখানে গিয়াই হাজির। শ'বাজার, শ্যামবাজার, বাগ্‌বাজার, কুমারটুলি,হাটখোলা প্রভৃতি স্থানের বস্তিতে বস্তিতে পতিত সকাল হইতে বেলা ১২টা ১টা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ায়, খোলার ঘরে কাহারও ব্যায়রাম হইয়াছে শুনিলেই পতিত সেখানে তেড়ে ঢুকিয়া পড়ে, পয়সা দিক না দিক, প্রিস্কৃপ্‌সন্‌ লিখিয়া ওষুধ কিনিয়া আনিয়া দেয়, কেহ ওষুধ কিনিবার পয়সা নাই বলিলে ডাক্তারখানাওয়ালার খোসামোদ করিয়া বারো আনা দামের ওষুধ নিজের গাঁট হইতে ছ' আনা দিয়া আনিয়া তাহাকে দেয়। মাস তিন চার এইরূপ ঘোরাঘুরির পর পতিত প্রত্যহ এক টাকা দেড় টাকা দুই টাকা পর্য্যন্ত বাড়ীতে আনিতে সমর্থ হইল। ক্রমে পতিতের পসার বাড়িতে লাগিল। তিন দরজা তফাতের ইংরাজী-জানা কোঠা-বাড়ীর অধিবাসী বাবুয়ানার গর্ব্বে ঘটা করিয়া চিকিৎসা করায়, পরিবারস্থ কাহারও পীড়া হইলে পতিতকে ডাকে না বটে, কিন্তু সাদাসিদে গৃহস্থ লোক প্রায়ই পতিতকেই প্রথম ডাকে এবং সে রোগ একটু উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেই নেলার সাহেব, ক্ষেত্রবাবু বা অন্য কোনও বড় ডাক্তারকে ডাকিয়া আনে। তাহারা যে পতিতের পূর্ব্ব প্রিস্কৃপ্‌সন্‌ চাহিয়া দেখেন, তাহার সহিত পরামর্শাদি করেন, বাড়ীর কর্ত্তা গিন্নীদের কাছে ডিপ্লোমার চেয়েও সেটা পতিতের বড় রকম সার্টিফিকেট হইয়া দাঁড়ায়। তাহার উপর দুপুরবেলা ডাক্তার আসিয়াছেন, বাড়ীতে তেমন চাকর-বাকর নাই, ছেলেরা স্কুলে গিয়াছে, কে ওষুধ আনিয়া দেয়, পথ্য কিনিয়া আনে? পতিত গৃহস্থের সে উপকারটুকু স্বচ্ছন্দে সম্পাদন করে। সুতরাং এমন আত্মীয় ডাক্তারের আধখানা গাড়ী, ইংরাজী দাড়ী, নামের শেষে G. B.M. C. বা L. M. S. জোড়া না থাকিলেও পসার বাড়িবে না কেন? কম্পাউণ্ডারীটায় পতিত এক রকম হাত মক্স করিয়া লইয়াছিল, নিজের রোগীর প্রিস্কৃপ্‌সন্‌ ডাক্তারখানায় লইয়া গিয়া কম্পাউণ্ডিং রুমে ঢুকিয়া নিজের প্রিস্কৃপ্‌সন্‌ সে নিজেই মেক্‌আপ করিত। সে জন্য অন্য অন্য নামজাদা ডাক্তার অপেক্ষাও পতিত ডাক্তারখানার প্রিস্কৃপ্‌সন্‌ কিছু বেশী রকম পাইত। এ সওয়ায় রোগীর বাড়ী হইতে যে ঔষধের মূল্য বলিয়া সে আঠার আনা পাইত, এবং অন্য লোক ঔষধ আনিতে গেলে তাহাকে আঠার আনাই দিতে হইত, সে ঔষধ ডাক্তারখানাওয়ালাকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া পতিত চৌদ্দ-আনায় রফা করে, চার আনা তাহার উপরিলাভ। পতিতের এই ব্যবহারকে নৈতিকরা নিন্দা করিবেন, নিঃসন্দেহ; কিন্তু দুঃস্থ রোগীরা "এই বই আর নাই বাছা, এইতেই যা ওষুধ হয়,পথ্যি হয়, ক্ষেমা ঘেন্না ক'রে এনে দাও" বলিয়া যখন সতর আনা খরচের জায়গায় পতিতের হাতে দুটা সিকি মাত্র গুঁজিয়া দেয়,তখন সে উপরিলাভের পয়সা হইতেই ঔষধের পূরা দাম চুকাইয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পয়সা চারেকের সাবু-মিছরিও কিনিয়া দেয়। তিন চারিটি জানা ডাক্তারখানার সঙ্গে পতিতের বন্দোবস্ত ছিল (বড় বড় যোল টাকা ভিজিটের অনেক ডাক্তারেরও এরূপ থাকে) পতিতের প্রিস্কৃপ্‌সন্‌ সেই সব জায়গাতেই পাঠাইতে হইত; অন্য ডাক্তারখানায় না যাইতে পারে, তাহার জন্য পতিত কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিল। জানা ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডারদের সঙ্গে পতিতের একটা সাঁট্‌ ছিল যথা,—যেমন বলিয়াছি তাহার কুইনাইনের নাম রেজিনা রিগালিয়া, Ipeicacuanhæর নাম Vomitonia, Oil Cajuputiর নাম Oil Nebuchadhar, তাহা ছাড়া My Diarrhœa Mixture, My Pain Murderer, My Eye Lotion লেখা প্রিস্কৃপ্‌সন্‌ লইয়া গেলে Bathgate, Smith Stanistreet-কেও ফিরাইয়া দিতে হইত। বাগ্‌বাজার, শ্যামবাজার, কাশী-পুর, চিৎপুর অঞ্চলে পতিতের কতকগুলি তুলোওয়ালা ও লোহাওয়ালা প্রভৃতি খোট্টা পেশেণ্ট ছিল, তাহাদের ঔষধে সাদা জল না মিশাইয়া পতিত গরম জলের ব্যবস্থা করিত; সাধারণ প্রিস্কৃপ্‌সনে সে Aqua puraর বদলে Aqua Machinia (কলের জল) লিখিয়া দিত বটে, কিন্তু ঐ খোট্টাদের বাড়ীর প্রিস্কিপ্‌সনে সে লিখিত Aqua Hotwa filtra, এই লম্বা নাম ও গরম ঔষধের জন্য হিন্দুস্থানী মহলে

পতিতের ভারী খোস্‌নাম বাহির হইয়াছিল। কম্বুলেটোলা অঞ্চলে একটা গলির মধ্যে ঘর দুই পূজারী ব্রাহ্মণ, এক ঘর ঘটক, এক ঘর শুঁড়ি এবং কয়েক ঘর কংসবণিক জাতীয় গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাস ছিল। এই কংসবণিকদিগের প্রায় সকলেরই পিতল, কাঁসা, তৈজস-পত্রের দোকান ছিল এবং অর্থসঙ্গতিও মন্দ ছিল না; এই গলির মধ্যে শ্রীকান্ত নন্দন মহাশয়ের বাহিরবাড়ীর একটি ঘর পাইয়া এক প্রাচীন কায়স্থ বাস করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে, সে সময়ে কলিকাতায় ধনী, মধ্যবিত্ত কোনও গৃহস্থলোকই ভদ্রাসন বাটীর কোনও অংশ ভাড়া দিতেন না, দিলে সমাজে নিন্দা-ভাজন হইতে হইত, একটু খাটো হইতে হইত; কাহারও বহির্ব্বাটীতে প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘর থাকিলে, কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতাপ্রবাসী একটু জানাশুনা বিদেশী লোককে অমনিই থাকিতে দিতেন। থাকিতে থাকিতে গৃহকর্ত্তা, গৃহকর্ত্রী, অতিথির দাদা, কাকা, মামা, মামী, খুড়ীমা, ঠান্‌দি প্রভৃতি পাতান সম্পর্কে আত্মীয় হইয়া যাইতেন; সত্য সত্যই আত্মীয় হইয়া যাইতেন, শুধু যে থাকিবার ঘর পাইতেন, তাহা নহে, অন্দর হইতে সময়ে সময়ে দু' একটা তরকারী দু' পাঁচখানা রুটী তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য আসিত। অসুখ হইলে, বাড়ীর ভিতর হইতেই সাবু প্রস্তুত হইয়া আসিত। আবার অপর পক্ষে অতিথিও বিনা ভাড়ায় থাকিয়া মাসে ছ' টাকা করিয়া বাড়ীওয়ালাকে দিতে হয় বলিয়া, বড়াই করিতেন না; পীড়িতের সেবা করিতেন; বৃদ্ধ-বৃদ্ধার গঙ্গা-যাত্রায় রাত্রি জাগিতেন; ছুটীর দিনে পল্লীগ্রামের শ্বশুরালয় হইতে গৃহ-কর্ত্রীর কন্যাকে তাঁহার বাপের বাড়ী আনিয়া পৌঁছিয়া দিতেন; প্রয়োজন হইলে বাজার করিয়া, এমন কি, রান্নার কাঠ পর্য্যন্তও চেলা করিয়া দিতেন। এখন সবাই স্বাধীন, কেউ কাহারও নয়,—জয় ভারতের জয়!

[ক্রমশঃ]

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

মানস-বধূ।

...মন ছাঁচি পানের কচি পাতা প্রজাপতির ডানার ছোঁয়ায়,
ঠোঁট দুটি তার কাঁপন-আকুল একটি চুমায় অম্‌নি নোয়ায়॥

জল্‌ ছল্‌ছল্‌ উড়ু উড়ু চঞ্চল তার আঁখির তারা,
কখন্‌ বুঝি দেবে ফাঁকি সুদূর পথিক-পাখীর পারা,
নিবিড় নয়ন-পাতার কোলে,
গভীর ব্যথার ছায়া দোলে,
...লিন চাওয়া ছাওয়া যেন দূরের সে কোন্‌ সবুজ ধোঁয়ায়॥

সিঁথির বীথির খ'সে-পড়া কপোল-ছাওয়া চপল অলক;
...লক-হারা, সে মুখ চেয়ে নাচ ভুলেছে নাকের নোলক।
পাংশু তাহার চূর্ণ কেশে,
মুখ মুছে যায় সন্ধ্যে এসে,
বিধুর অধর-সীধু যেন নিঙ্‌ড়ে কাঁচা আঙুর চোঁয়ায়॥

...ল শ্বাসের বাউল বাজে নাসার সে তার যোড়-বাঁশীতে,
...ন্না-ক্ষরা কান্না যেন ঠোঁট-চাপা তার চোর-হাসি সে॥
ম্লান তার লাল গালের লালিম,
রোদ-পাকা আধ-ডাঁশা ডালিম,
...নো ব্যথার ডুবায় কে তার টোল-খাওয়া গাল চিবুক কুয়ায়॥

চায় যেন সে শরম-সাড়ীর ঘোম্‌টা চিরি, পাতা ফুঁড়ি,
আধ-ফোঁটা বৌ মউল-বউল, বোল্‌তা-ব্যাকুল বকুল কুঁড়ি।
বোল্‌-ভোলা তার কাঁকন চুড়ি,
ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি,
দু'চোখ-ভরা অশ্রু যেন পাকা পিয়াল শালের ঠোঙায়॥

বুকের কাঁপন হুতাশ-ভরা, বাহুর বাঁধন কাঁদন-মাখা,
নিচোল বুকের কাঁচল আঁচল স্বপন-পারের পরীর পাখা।
খেয়া পারের ভেসে-আসা,
গীতির মতন পায়ের ভাষা,
চরণ চুমায় শিউরে পুলক হিম-তেজা দুধ ঘাসের রোঁয়ায়॥

সে যেন কোন্‌ দূরের মেয়ে আমার কবি-মানস-বধূ,
বুক-পোরা আর মুখ-ভরা তার পিছ্‌লে পড়ে ব্যথার মধু।
নিশীথ-রাতের স্বপন হেন,
পেয়েও তারে পাইনে যেন,
মিলন মোদের স্বপন-কূলে কাঁদন ভরা চুমায় চুমায়।
নাম-হারা সে-ই আমার প্রিয়া, তারেই চেয়ে জনম গোঁয়ায়॥

কাজী নজরুল ইস্‌লাম।